"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাদ্রাসা শাখা-২
www.moedu.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.০৮৫.০২২.১২.১৭-৩১৫

তারিখঃ ১২ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৫ এপ্রিল ২০১৭খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮কে আইনে রূপান্তরকরণ প্রসংগে।

সূত্র: বামাশিবো/সংস্থাপন/২৪৯, তারিখ: ২০/০৪/২০১৭খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অডিন্যান্স, ১৯৭৮কে আইনে রূপান্তরের লক্ষ্যে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অডিন্যান্স, ১৯৭৮কে আইনে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া আইনের উপর আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের মতামত/সংযোজন/পরিবর্তন/সংশোধনসহ আগামী ১৫/০৫/২০১৭খ্রি: তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

২৫/০৪/২০১৭

(মো: আবদুল খালেক)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৯৩৯৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহনপুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৮। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
১০। উপ-সচিব (অডিট ও আইন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অর্ডিন্যান্স,১৯৭৮কে আইনে রূপান্তরের খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হ'ল।)
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

F:\Letter-Sec-2.doc

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ——————————

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ———————— তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ রহিত করিয়া একটি নতুন আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:**

(১) এই আইন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড আইন ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের সকল বা কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি ও সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা:**

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে–

ক) 'আলিম মাদরাসা' বলিতে বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিলস্তরসহ আলিম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

খ) 'আলিম মান' বলিতে দুই বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বুঝাইবে;

গ) 'বোর্ড' বলিতে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে; যাহার প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ প্রধান কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ঘ) 'চেয়ারম্যান' বলিতে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

ঙ) 'দাখিল মাদরাসা' বলিতে দাখিল মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

চ) 'দাখিল মান' বলিতে যে মানে দাখিল কোর্সের মাদরাসা শিক্ষাদান করা হয় যাহা মাধ্যমিক স্তরের সমমান;

ছ) 'ফুরকানিয়া মাদরাসা' বলিতে বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

জ) 'ইবতেদায়ী মাদরাসা' বলিতে বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইবতেদায়ী স্তরের মাদরাসাকে বুঝাইবে যাহা প্রাথমিক স্তরের সমমান;

ঝ) 'ইবতেদায়ী মান' বলিতে বোর্ডের ইবতেদায়ী কোর্সের মানকে যাহা প্রাথমিক স্তরের সমমান বুঝাইবে;

ঞ) 'মাদরাসা' বলিতে ইসলামী শাস্ত্র শিক্ষা ও চর্চার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ফুরকানিয়া মাদরাসা, ইবতেদায়ী মাদরাসা, দাখিল মাদরাসা এবং আলিম মাদরাসা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ট) 'মাদরাসা শিক্ষা' বলিতে ইবতেদায়ী মান, দাখিল মান ও আলিম মান সংক্রান্ত শিক্ষা এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত আছে–

১. পবিত্র কুরআন শিক্ষা;
২. ইসলামিয়াত অর্থাৎ তাফসীর, হাদিস, ফিকহ্, কালাম, উসুল, মা'কুলাত, ফারায়েজ, বালাগাত ও মানতিক, আকাইদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
৩. মানবিক বিদ্যা যাহার অন্তর্ভুক্ত আছে- আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য;
৪. বিজ্ঞান;
৫. বাণিজ্য;
৬. কৃষি;
৭. শিল্প;
৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;
৯. শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা;
১০. সরকারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিয়া এইরূপ আরও অন্যান্য কারিগরি ও বিশেষ বিষয় চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ঠ) 'সদস্য' বলিতে চেয়ারম্যানসহ বোর্ডের সদস্যদেরকে বুঝাইবে;

ড) 'প্রজ্ঞাপন' বলিতে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনকে বুঝাইবে;

ঢ) 'নির্ধারিত' বলিতে এই আইনের আওতায় প্রণীত বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

ণ) 'সরকার' বলিতে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

ত) 'কর্তৃপক্ষ' বলিতে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে;

থ) 'অধ্যক্ষ' বলিতে আলিম, ফাযিল ও কামিল (যেখানে আলিমস্তর বিদ্যমান) মাদরাসার অধ্যক্ষকে বুঝাইবে; তাঁহার পদবী, যে ভাবেই দেওয়া হউক না কেন;

দ) 'প্রবিধান' বলিতে এই আইনের অধীনে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানকে বুঝাইবে;

ধ) 'তত্ত্বাবধায়ক/সুপারিনটেনডেন্ট (Superintendent)' বলিতে আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসা ব্যতীত অন্য যে কোন মাদরাসার শিক্ষকমন্ডলীর প্রধান ব্যক্তি–তাঁহার পদবী, যে ভাবেই দেওয়া হউক না কেন;

ন) 'বিধি' বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণিত বিধিকে বুঝাইবে;

প) 'ইবতেদায়ী প্রধান' বলিতে ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রধানকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বোর্ড

৩। **বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালনা:**

১. এই আইন প্রবর্তনের পরে, এই আইনের বিধান অনুসারে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালন, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির নিমিত্ত ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে বিদ্যমান কার্যক্রম এই আইনের বিধান অনুসারে চলমান থাকিবে।

২. স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহরসহ বোর্ড একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও সংরক্ষণ, অধিকারে থাকাকালীন এইরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর, চুক্তি সম্পাদন এবং এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আর যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিতে ক্ষমতা লাভ করিবে এবং ইহা এই নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে এই নামে মামলা দায়ের করা যাইবে। তবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে সরকারের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

৩. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষার পরিচালন, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রগতি সাধনের ক্ষমতা এই আইনের বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৪। **বোর্ডের গঠন:**

নিম্নের সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

ক. বোর্ডের চেয়ারম্যান- পদাধিকার বলে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান;

খ. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

গ. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঘ. বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন;

ঙ. বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন;

চ. সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে একজন;

ছ. সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদরাসাসমূহের দুইজন অধ্যক্ষ;

জ. সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদরাসাসমূহের দুইজন তত্ত্বাবধায়ক/সুপারিনটেনডেন্ট;

ঝ. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর;

ঞ. পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস);

ট. সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে আত্মনিবেদিত ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদরাসার অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে দুইজন।

৫। **বোর্ডের সদস্যপদের নামের তালিকা প্রকাশ:**

সদস্য হিসেবে মনোনীত বা নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম মনোনয়ন বা নিযুক্তির পরেই যথাশীঘ্র সম্ভব প্রজ্ঞাপণ আকারে জারি করিতে হইবে।

৬। **বোর্ডের সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ:**

১. এই আইনের বিধান সাপেক্ষে পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্য ব্যতীত অন্য সদস্যগণ ৫ ধারা মতে প্রজ্ঞাপণে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে তিন বছর মেয়াদে বহাল থাকিবেন এবং তাঁহাদের মেয়াদ শেষ হইবার পরেও দ্বিতীয় বারের পুনঃনিযুক্ত বা পুনঃমনোনয়নের জন্য তাঁহারা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন;

২. ৪ ধারার (ঘ) থেকে (ঝ) উপ-ধারার আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি যে পদের বলে তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন সেই পদ হারাইলে সদস্যপদ হারাইবেন;

৩. পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ও চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্য যে কোন সদস্য চেয়ারম্যান বরাবরে লিখিত একটি পত্রযোগে তাঁহার সদস্য পদ হইতে ইস্তফা দিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে তিনি সরকার বরাবরে লিখিত একটি পত্রযোগে তাঁহার সদস্য পদ হইতে ইস্তফা দিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক উহা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইস্তফা কার্যকর হইবে না;

৪. সরকার জনস্বার্থে বা বোর্ডের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় লিখিতভাবে কোন আদেশ প্রদান করিয়া পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্য ব্যতীত নিযুক্ত বা মনোনীত যে কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন;

৫. ৪ ধারার (খ) উপ–ধারা মোতাবেক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত সদস্যকে সরকার যে কোন সময় লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করিয়া পদাধিকার বলে মনোনয়ন বাতিল বা অপসারণ করিতে পারিবেন- যদি মনে করা হয় যে, তাঁহার এইরূপ অপসারণ জনস্বার্থে অথবা বোর্ডের স্বার্থে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে;

৬. ৪ ধারার (গ) উপ–ধারা মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত সদস্যকে সরকার যে কোন সময় লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করিয়া পদাধিকার বলে মনোনয়ন বাতিল বা অপসারণ করিতে পারিবেন যদি মনে করা হয় যে, তাঁহার এইরূপ অপসারণ জনস্বার্থে অথবা বোর্ডের স্বার্থে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

৭। **সদস্যপদের অযোগ্যতা:**

১. কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে মনোনীত বা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি–

ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;

খ) আদালত কর্তৃক একজন দেউলিয়া হিসেবে ঘোষিত হন;

গ) দেউলিয়া হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হইলেও আদালত হইতে একটি সনদ এই মর্মে লাভ করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পক্ষে কোন প্রকার অসদাচরণ ব্যতিরেকে দুর্ভাগ্যবশতই তাঁহার দেউলিয়াত্ব ঘটিয়াছে; অথবা,

ঘ) আদালত কর্তৃক নৈতিক পদস্খলন জনিত অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া থাকেন যদি না যে অপরাধের কারণে তিনি দন্ডিত হইয়াছেন, তাহা ক্ষমা করা হইয়া থাকে অথবা তাঁহার দন্ডপ্রাপ্তির তারিখ হইতে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হইয়া থাকে।

২. কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার মনোনয়ন বা নিযুক্তির তারিখে ১ উপ–ধারায় বর্ণিত কোন একটিতে অযোগ্য ঘোষিত হন, তবে তাঁহার মনোনয়ন বা নিযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

৩. কোন সদস্য যদি ১ উপ–ধারায় বর্ণিত অযোগ্য ঘোষিত হন, তবে তাঁহার সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে।

৮। **সাময়িক শূন্য পদ পূরণঃ–**

১. ১০ ধারার বিধান সাপেক্ষে কোন সদস্যের সদস্যপদ ইস্তফা, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে শূন্য হইলে ৪ ধারার সংশ্লিষ্ট উপ–ধারার বিধান মোতাবেক অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার শূন্য পদে মনোনীত বা নিযুক্ত হইবেন এবং পদটি শূন্য না হইলে সাবেক সদস্য যতদিন সদস্য হিসেবে বহাল থাকিতেন, এইরূপ মনোনীত বা নিযুক্ত ব্যক্তি ততোদিন ঐ সদস্যপদে বহাল থাকিবেন;

২. ৬ ধারার ১ উপ–ধারায় নির্দিষ্ট তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও এই আইনের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদ শেষে শূন্য পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত একজন সদস্য তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইবেন।

৯। **বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দঃ**

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ বোর্ডের কর্মকর্তা হইবেন, যথা–

ক. চেয়ারম্যান
খ. রেজিস্ট্রার
গ. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঘ. মাদরাসা পরিদর্শক
ঙ. প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক এবং
চ. সরকার ও বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

১০। **পরিদর্শনঃ**

১. সরকার কোন ব্যক্তির দ্বারা বোর্ড পরিদর্শন করাইতে, বোর্ডের কার্যক্রম ও তহবিল, বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা সম্পর্কে বোর্ডকে নির্দেশ দিতে এবং বোর্ডের যে কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করাইতে পারিবে। সরকার এইরূপ পরিদর্শন অথবা তদন্তের ফলাফল বোর্ডকে অবহিত করিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ পরামর্শ প্রাপ্তির পর বোর্ড যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহে বা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, সেই সম্পর্কে বোর্ড সরকারকে অবহিত করিবে। যে ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বোর্ড কোন কার্যকর ব্যবস্থা সরকারের সন্তুষ্টি মোতাবেক গ্রহণ করিতে পারিবে না, সে ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকিলে, তাহা বিবেচনা করিয়া সরকার যেইভাবে বিবেচনা করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইভাবে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান এইরূপ নির্দেশ পালন করিবেন;

২. উপ–ধারা ১ এর বিধান থাকা সত্ত্বেও বোর্ড বা ইহার কোন কমিটির কোন সিদ্ধান্ত এই আইনের বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে বলিয়া সরকার নিশ্চিত হইলে লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারিবে–

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সরকার চেয়ারম্যানের মাধ্যমে এইরূপ আদেশ কেন প্রদান করা হইবে না বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তাঁহার কারণ দর্শাইতে বলিবে।

১১। **চেয়ারম্যানের নিয়োগ, ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহঃ**

১. চেয়ারম্যান বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার যে সকল শর্ত স্থির করিবে সেই শর্তে তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

২. ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যখন সাময়িক বা অন্যভাবে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়, তখন চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য রেজিস্ট্রার চেয়ারম্যান পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন;

৩. চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা হইবেন এবং বোর্ড সভা ও ১৮ ধারা মোতাবেক নিযুক্ত কমিটিসমূহের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

৪. চেয়ারম্যানের কর্তব্য হইবে, এই আইন ও প্রবিধানসমূহের বিধানসমূহ বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালন এবং বাস্তবায়িত হইল কিনা তাহা নিশ্চিত করা এবং তিনি এই উদ্দেশ্যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

৫. বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্য হইতে উদ্ভুত কোন জরুরি অবস্থায় চেয়ারম্যানের মতে অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে, তিনি যেইভাবে সঙ্গত মনে করিবেন, সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় ইহা অবগতির জন্য উপস্থাপন করিবেন;

৬. সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যানকে কোন ক্ষমতা অর্পন করা হইলে বা প্রবিধানে তাঁহাকে এইরূপ কোন ক্ষমতা প্রদান করা হইলে, চেয়ারম্যান এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

১২। বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ:

১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সরকার ও বোর্ড কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;

২. অন্যান্য কর্মচারীগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান ও বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে।

১৩। বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরির শর্তাবলী:

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়, ছুটি মঞ্জুরী ও অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তাঁহাদের চাকুরীবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তার সাময়িক শূন্য পদ পূরণ:

চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের অন্য কর্মকর্তাদের পদ অস্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে শূন্য হইলে তাহা বিধি মোতাবেক পূরণ করা হইবে।

১৫। সভা পরিচালনা:

চেয়ারম্যান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সদস্য বোর্ডের সভায় কিংবা ইহার কমিটিসমূহের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতির ভোটারাধিকার থাকিবে এবং তিনি যে কোন সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অথবা নির্ধারণী ভোট প্রদান করিবেন।

১৬। ভোট প্রদানে সীমাবদ্ধতা:

১. কোন সদস্য বোর্ডের বা কমিটির কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকিলে তিনি নিজের ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না (সকল মাদরাসার সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত)।

২. উপধারা-১ এ বর্ণিত কোন বিষয়ে চেয়ারম্যান বা সভাপতিত্বকারী সদস্য কোন সভায় কোন বিষয়ে কোন সদস্যের স্বার্থ জড়িত আছে কিনা তা নির্ধারণ করিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৭। বোর্ডের ক্ষমতা:

১. এই আইনের বিধান সাপেক্ষে মাদরাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালন, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, বিকেন্দ্রীকরণ, উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতে বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে।

২. উপ-ধারা ১ এ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও বোর্ড বিশেষভাবে নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে-

ক) পরীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন;

খ) বোর্ডের চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব পরিদর্শন কর্মকর্তা/ মাদরাসা অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন ও আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে মাদরাসাসমূহের অধিভুক্তি মঞ্জুর, স্থগিতকরণ, স্থানান্তর, মাদরাসার নাম পরিবর্তন ও মঞ্জুরী প্রত্যাহার করিতে পারিবে;

গ) ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম মাদরাসাসমূহের ছাত্র ভর্তি এবং বদলি সংক্রান্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে;

ঘ) মাদরাসাসমূহ পরিদর্শনের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

ঙ) বোর্ডের নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত মনে করে তাঁহাদের দ্বারা ইহার অধিভুক্ত মাদরাসার অভিযোগসহ যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনবোধে অনুসন্ধান, তদন্ত বা পরিদর্শন করাইতে পারিবে;

চ) দাখিল, আলিম, মুজাব্বিদ-ই-মাহির বা ইহার অন্য কোন স্তরের শেষ ভাগে পরীক্ষা গ্রহণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

ছ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ করিতে পারিবে;

জ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা সমূহে যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে সনদ, ডিপ্লোমা ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করিতে পারিবে;

ঝ) দাখিল ও আলিম মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি ও গভার্ণিং বডি অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করিতে বা মীমাংসার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ম্যানেজিং কমিটি ও গভার্ণিং বডির নির্বাচন, গঠন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে ম্যানেজিং কমিটি ও গভার্ণিং বডির বিরুদ্ধে আনীত, প্রাপ্ত, উপস্থাপিত অভিযোগ তদন্ত, অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

ঞ) যে কোন বিষয়ে সরকারের নিকট বোর্ডের মতামত পেশ করিতে পারিবে;

ট) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা, পদবী, বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করিতে এবং এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের নিকট যাহা প্রয়োজনীয় মনে হইতে পারে সেইভাবে বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে;

ঠ) পদ সৃষ্টি ও বাতিলসহ সকল প্রশাসনিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে;

ড) দাবী স্থির করিতে এবং যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ ফিস গ্রহণ করিতে পারিবে;

ঢ) দানকৃত সম্পদ গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা, বৃত্তি, ষ্টাইপেন্ড, পদক ও পুরস্কার প্রতিষ্ঠা এবং বিতরণ করিতে পারিবে;

ণ) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

ত) ইহার কার্য সমাধার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ইমারত, প্রাঙ্গণ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পুস্তক ও অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করনের লক্ষ্যে প্রবিধান তৈরী করিতে পারিবে;

থ) এই আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আর যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই সকল কার্য সমাধা করিতে পারিবে।

৩. বোর্ড ইহার ক্ষমতাসমূহের কোন একটি চেয়ারম্যান বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা অথবা এই আইনের আওতায় নিযুক্ত কোন কমিটিকে যেইভাবে সঙ্গত মনে হইবে, সেইভাবে অর্পণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারার বলে প্রবিধান জারি করার কোন ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না।

১৮। **বোর্ডের কমিটিসমূহ:**

১. বোর্ড নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবে, যথা–

ক) একাডেমিক কমিটি;
খ) অর্থ কমিটি;
গ) বাছাই কমিটি;
ঘ) প্রবিধান কমিটি;
ঙ) আপিল ও আর্বিট্রেশন কমিটি;
চ) শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ধারা কমিটি;
ছ) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা কমিটি;
জ) কারিগরি ও শিল্প শিক্ষা কমিটি;
ঝ) কৃষি শিক্ষা কমিটি;
ঞ) বাণিজ্যিক শিক্ষা কমিটি;
ট) শারীরিক শিক্ষা কমিটি;
ঠ) নারী শিক্ষা কমিটি;
ড) পরীক্ষা কমিটি;
ঢ) বয়স ও নাম সংশোধনী কমিটি;
ণ) স্বীকৃতি ও কেন্দ্র কমিটি;
ত) শৃঙ্খলা কমিটি; এবং

এইরূপ আরও কমিটি যাহা বোর্ড এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে।

২. উপ–ধারা ১ এর বিধানমতে নিয়োগপ্রাপ্ত কমিটিসমূহের গঠন ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ যেইভাবে বর্ণিত হয়, সেইভাবে নির্ধারিত হইবে।

১৯। **বোর্ড সভা:**

১. প্রতি বছর ৩১ মার্চ অথবা ইহার পূর্বে বোর্ডের বাজেট মিটিং করিতে হইবে;

২. বোর্ডের কোন সভায় কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত না হইলে, কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না;
তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির কোন সভা কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে স্থগিত করিতে হইলে কোন প্রকার নির্ধারিত সদস্য সংখ্যার উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অর্থ

২০। বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বাজেট প্রাক্কলন:

১. রেজিস্ট্রার বোর্ডের বাজেট সভায় বিগত অর্থ বছরে বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলির একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং সেই সাথে নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী অর্থ বছরে বোর্ডের অনুমিত আয় ও ব্যয়ের একটি বাজেট প্রাক্কলন ও দাখিল করিবেন;

২. বোর্ডের দ্বারা গৃহীত হইলে এই বাজেট প্রাক্কলন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইবে এবং পরবর্তীতে সরকার, বোর্ড, যেইভাবে দাখিল করিয়াছে, সেইভাবে উহা অনুমোদন করিতে পারিবে অথবা চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে উহাতে সরকার যেইভাবে প্রয়োজন মনে করিবেন সেইভাবে উহাতে সংশোধন করিবেন।

২১। মাদরাসা শিক্ষা তহবিল:

১. মাদরাসা শিক্ষা তহবিল নামে একটি তহবিল সংগঠিত হইবে যাহাতে জমা হইবে–

ক) ৪৩ ধারামতে বোর্ডে যে সকল তহবিল স্থানান্তরিত বলিয়া গণ্য;

খ) এই আইনের বিধান মতে আদায়কৃত সকল ফিস;

গ) গ্রহণকৃত দান, সম্পদ হইতে অথবা এই আইনের উদ্দেশ্যে বোর্ডের অধিকারে বা ব্যবস্থাপনায় আছে এমন সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ;

ঘ) এই আইনে ব্যবস্থা আছে এমন যে কোন উদ্দেশ্যে সরকার বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থ;

২. মাদরাসা শিক্ষা তহবিল বোর্ডে ন্যস্ত হইবে এবং আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমানত হিসাবে ইহা বোর্ডের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবে;

৩. মাদরাসা শিক্ষা তহবিলে প্রদেয় সকল অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা করিতে হইবে।

২২। মাদরাসা শিক্ষা তহবিলের ব্যবহার:

১. ২০ ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট প্রাক্কলনে কোন খরচের ব্যবস্থা না থাকিলে বা বোর্ড কর্তৃক উপযোজনের মাধ্যমে এইরূপ কোন ব্যবস্থা না করা হইলে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে মাদরাসা শিক্ষা তহবিল হইতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

২. উপ–ধারা (১) সাপেক্ষে মাদরাসা শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে–

ক) নিরীক্ষা ব্যয় মিটাইতে;

খ) বোর্ডের চেয়ারম্যান, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান করিতে;

গ) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিল পত্রাদির মুদ্রণ কার্য সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ করিতে;

ঘ) বোর্ড ও কমিটির সদস্যদের ভাতা প্রদান করিতে;

ঙ) বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরিচালনা এবং ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পারিশ্রমিক প্রদান করিতে;

চ) আনুষাঙ্গিক ও মূলধন ব্যয় মিটাইতে;

ছ) এই আইনের বিধান অনুসারে এবং ইহার আইনগত উদ্দেশ্য কার্যকর করা উপলক্ষে বোর্ডের অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় মিটাইতে।

২৩। হিসাব:

নির্ধারিত পন্থায় এবং নির্ধারিত ফরমে বোর্ড ইহার প্রাপ্তি ও খরচের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

২৪। **নিরীক্ষণ:**

১. প্রতি বছরে একবার বোর্ডের হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা এই হিসাব পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে;

২. বোর্ড এবং ইহার প্রত্যেক সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কর্তব্য হইবে বোর্ডের হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় নিরীক্ষককে নিরীক্ষা কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা এবং নিরীক্ষকের যাবতীয় অধিযাচন রক্ষা করা।

২৫। **নিরীক্ষা প্রতিবেদন:**

১. নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষান্তে- একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে বোর্ডের নিকট এই প্রতিবেদনের দুই প্রস্ত প্রেরণ করিবেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে বোর্ড প্রতিবেদনের এক প্রস্ত ইহার মতামতসহ সরকারের নিকট অগ্রায়ন করিবে;

২. ২৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর যেইভাবে সঙ্গত মনে করিবেন সরকার সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৬। **প্রত্যাখান/অননুমোদন:**

১. নিরীক্ষক–

ক) নিরীক্ষক এই আইনে অনুমোদিত নয় এমন সকল পরিশোধ, দাবী প্রত্যাখান করিবেন এবং পরিশোধকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের জন্য সুপারিশ করিবে;

খ) যে ব্যক্তির অবহেলার কারণে ঘাটতি বা ক্ষতি হইয়া থাকিলে, তাঁহাদের নিকট হইতে ঘাটতি বা ক্ষতির অর্থ আদায়ের জন্য সুপারিশ করিবে;

গ) হিসাবে যে অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল, তাহা না থাকিলে আদায়ের জন্য সুপারিশ করিবে।

২. নিরীক্ষক ২৫ (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদনসহ প্রত্যাখাত দাবী ও দাবী আদায়ের বিবরণী নিরীক্ষণের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৭। **আপীল:**

১. ২৬ ধারার অধীনে নিরীক্ষকের অডিট আপত্তি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল আবেদন পেশ করিতে পারিবে;

২. সরকার আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর শুনানির সুযোগ দিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। **প্রত্যয়নকৃত অর্থ আদায়:**

১. ২৬ ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি অডিট আপত্তি প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে আপিল আবেদন পেশ না করিলে আপত্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে;

২. ২৬ ধারার অধীনে আপত্তিকৃত অর্থ ২৭ ধারার অধীনে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, বা আপীল করা না হইলে, বোর্ড উক্ত অর্থ আদয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:-

ক) বেতনভুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মকর্তা বা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী হইলে উক্ত পাওনা তাঁহার বেতন হইতে নির্ধারিত পন্থায় কর্তন করিতে হইবে; এবং

খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী পাওনা আদায় আইনের বিধান মতে আদায়কৃত হইবে।

৩. বোর্ডের নিকট হইতে অধিযাচন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক সরকারী দাবী আদায় আইন ১৯১৩-এ (১৯১৩ সালের বঙ্গ আইন নং ৩) ৪ ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত পাওনা আদায়পূর্বক বোর্ডকে প্রদান করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বিবিধ

২৯। মাদরাসা শিক্ষকগণের চাকরির সাধারণ শর্তাবলী:

১. কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসার একজন চাকুরে নিম্নলিখিত চাকরির সাধারণ শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ থাকিবেন, যথা–

ক) তিনি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, সহায়তা দান বা যোগদান করিতে পারিবেন না। সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শত্রুতা বা বিভেদ সৃষ্টি হয় কিংবা জনশান্তি বিঘ্নিত হয়, এমন কোন কাজে জড়িত হইতে পারিবেন না;

খ) কোন শিক্ষক, কর্মচারী স্থানীয় সরকার পদ্ধতির কোন নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিতে, প্রভাব সৃষ্টি করিতে কিংবা প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২. উপধারা (১) এর বিধানের শর্তাবলী ভঙ্গজনিত কারণে কর্তৃপক্ষ শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে চাকরি হইতে অপসারণের ব্যবস্থাসহ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

৩. উপধারা (২) এর অধীন কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান যেই ধরনের আদেশ দান করিবেন, সেই ধরনের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩০। বোর্ডের চাকুরেগণ সরকারি কর্মচারী:

এই আইনের বিধানাবলে গঠিত সকল কমিটি এবং সকল নিয়োগকৃত ব্যক্তিগণ ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইনের ২১ ধারার সংজ্ঞানুযায়ী সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবেন (Penal Code XLV of 1860)।

৩১। দায়মুক্তি:

এই আইনের আওতায় সরকার, বোর্ড, কমিটি বা অন্য যে কোন নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত বা সম্পাদিত যে কোন কর্মের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের বা কোনরূপ বিচারের সম্মুখীন করা যাইবে না।

৩২। বৈধতাদান:

এই আইনের আওতায় কৃত কোন কার্যধারায়ই নিম্নোক্ত কারণে অবৈধ হইবে না:

ক. বোর্ড বা কমিটি গঠনে কোন ত্রুটি বা কোন শূন্যতার কারণে;

খ. ধারা ১৬ এর বিধান লঙ্ঘণ করিয়া কোন ভোট প্রদান করা হইলে; অথবা

গ. মূল বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্থ না করিলে কোন প্রকার দুর্বলতা বা অনিয়ম বা পদ্ধতিগত ত্রুটি জনিত কারণে।

৩৩। সরকারি নির্ধারিত পন্থায় অবসর ভাতা (পেনশন) এবং ভবিষ্য তহবিল বা অংশীদারী ভবিষ্য তহবিল:

সরকারি নিয়মে নির্ধারিত পন্থায় এবং নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে যেইভাবে সঙ্গত মনে হইবে, সেইভাবে বোর্ড ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণার্থে অবসর ভাতা এবং ভবিষ্য তহবিল বা অংশীদারী ভবিষ্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

৩৪। **অবসর গ্রহণের বয়স:**

বোর্ডের স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাঁদের স্বীয় বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

৩৫। **আনুতোষিক:**

১. বোর্ডের কোন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অসময়ে মৃত্যুবরণ করিলে অথবা দূর্ঘটনা জনিত কারণে অসমর্থ হইলে অথবা চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করিলে বোর্ড তাঁহাকে তাঁহার চাকুরিকালের প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য এক মাসের বেতনের সমান অর্থ আনুতোষিক হিসেবে প্রদান করিবে;

২. উপধারা (১) এ বর্ণিত আনুতোষিক প্রদানের শর্তাদি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান মতে পরিচালিত হইবে।

৩৬। **বোর্ডের সাথে চুক্তি করিতে সদস্যদের বাধা:**

বোর্ডের কোন চুক্তির সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোন সদস্য জড়িত হইতে পারিবেন না।

৩৭। **আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকিলে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বোর্ডের বা কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে বাধা:**

বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কোন পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন পুস্তকে আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে অথবা এইরূপ কোন পুস্তকের প্রকাশক, সংগ্রাহক বা সরবরাহকারী কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন কমিটির সদস্য হইবার যোগ্য হইবে না এবং এইরূপ স্বার্থ লাভের পরে আর সদস্য হিসেবে কাজ করিতে পারিবেন না।

৩৮। **প্রবিধান:**

১. বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;

২. উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি অথবা কোন একটি সম্পর্কে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে:

১) বোর্ডের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতাসমূহ;

২) বোর্ড এবং কমিটির সভার পদ্ধতি নির্ধারণ;

৩) সনদ, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান এবং প্রত্যাহার;

৪) সনদ, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট অর্জনের শিক্ষা কারিকুলাম বা শিক্ষা কোর্স;

৫) মাদরাসার স্বীকৃতি, মঞ্জুরি, স্থগিতকরণ ও প্রত্যাহারকরণ;

৬) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি আলিম মাদরাসার গভার্ণিং বডি এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি দাখিল ও ইবতেদায়ী মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন, গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়ন;

৭) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদরাসার শিক্ষকগণের চাকুরীবিধি প্রণয়ন;

৮) বোর্ডের পরীক্ষাসমূহে প্রার্থীদের অংশগ্রহণের নিমিত্ত এবং সনদ, ডিপ্লোমা ও প্রত্যয়নপত্রের জন্য পালনীয় শর্তাবলী;

৯) পরিদর্শনের পদ্ধতি ও ধরণ প্রণয়ন;
১০) বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য প্রদেয় ফি ধার্যকরণ ও আদায়;
১১) বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ;
১২) ধারা ৩ এর উপধারা (২) এর শর্তাবলী পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক সম্পত্তি অধিগ্রহণ, দখলে রাখা এবং হস্তান্তর;
১৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি প্রণয়ন;
১৪) চেয়ারম্যান কর্তৃক বোর্ডের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি প্রণয়ন;
১৫) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীর শর্ত, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, ছুটি মঞ্জুরি ও অবসরগ্রহণ বিষয়ক প্রবিধানমালা প্রণয়ন;
১৬) ধারা ১৪ এর অধীনে বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাময়িক ও নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের পদ্ধতি প্রণয়ন;
১৭) বোর্ডের অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বিবরণী প্রস্তুত এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট প্রাক্কলনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রায়ন;
১৮) বোর্ডের হিসাব ম্যানুয়াল তৈরি এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি প্রণয়ন ও নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ;
১৯) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ;
২০) অবসরভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা লাভের পদ্ধতি ও শর্তাবলী নির্ধারণ;
২১) আনুতোষিকের শর্তাবলী নির্ধারণ;
২২) বোর্ড ও কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা নির্ধারণ;
২৩) ধারা-২৫ এর অধীনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল; এবং
২৪) অন্যান্য সকল বিষয় যাহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে বা হইতে পারে।

৩. এই ধারামতে প্রণীত সকল প্রবিধান সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপ প্রকাশনার সময় হইতে এইগুলি কার্যকর হইবে।

৩৯। প্রথম প্রবিধান:

এই আইনে সংযোজিত ও তফসিলে বর্ণিত প্রবিধানসমূহ এই আইন প্রবর্তনের সময় হইতে বোর্ডের প্রথম প্রবিধান এবং ইহা ৩৮ ধারা মোতাবেক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। বিধিসমূহ:

বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিসমূহ বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে এই আইন এবং প্রবিধানসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে–

ক) সভা পরিচালনা পদ্ধতি এবং সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নির্ধারণ; এবং
খ) কমিটি সংক্রান্ত সকল বিষয় ও এই আইন এবং প্রবিধানসমূহে উল্লিখিত হয় নাই এমন বিষয়সমূহ।

৪১। সাময়িক ব্যবস্থা:

বোর্ডের সকল সদস্য মনোনীত বা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান সরকারের নির্দেশক্রমে বোর্ডের এবং এই আইনের অধীনে গঠিত কমিটিসমূহের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪২। **অসঙ্গতি দূরীকরণ:**

এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিতে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে সরকার এই আইনের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেইরূপ যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৩। **রহিতকরণ এবং হেফাজত:**

এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অব্যবহিত পূর্বে যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চালু ছিল যাহা এখন হইতে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে–

ক) ইহার সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং সকল সম্পত্তি– স্থাবর বা অস্থাবর, নগদ বা ব্যাংক ব্যালেন্স, তহবিল, বিনিয়োগসহ অন্য যে সকল স্বার্থ ও অধিকার যাহা এইরূপ সম্পত্তিতে ছিল বা তাহা হইতে উদ্ভুত– ইহার সকল কিছুই এই আইনের অধীন বোর্ডে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

খ) ইহার সকল ঋণ, বাধ্যবাধকতা ও দায়, সকল আবদ্ধচুক্তি, এইরূপ সকল বিষয় যাহা বোর্ড কর্তৃক বা দ্বারা বা জন্যকৃত হওয়ার কথা ছিল তাঁহার সব কিছুই বোর্ডের দ্বারা, কর্তৃক বা এই আইনের অধীনকৃত হইয়াছে বা আবদ্ধ হইয়াছে বা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হওয়ার পর এই আইনের অধীন কার্যকর ও চলমান থাকিবে;

গ) কোন চুক্তি বা সম্মতিপত্রে বা চাকরির শর্তাবলীতে যাহাই থাকুক না কেন বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি এই আইনের অধীন বোর্ডে স্থানান্তরিত হইবে এবং তাঁহাদের চাকরির যে শর্তাবলী ছিল, সেই একই শর্তাবলীতে তাঁহারা বোর্ডের দ্বারা নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন;

ঘ) এই আইন প্রণয়নের পূর্বে বোর্ডের দ্বারা বা বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা বোর্ডের দ্বারা বা বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

বোর্ডের প্রথম প্রবিধানসমূহ

১। **চেয়ারম্যান এর ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ**

১. বোর্ড বা এই আইনের অধীনে গঠিত কোন কমিটির সিদ্ধান্ত বা আদেশ চেয়ারম্যান তাঁহার সুপারিশসহ সরকারের নিকট সরকার যেইভাবে সঙ্গত মনে করিবে সেইভাবে আদেশের জন্য অগ্রায়ন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশের প্রেক্ষিতে সরকারের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

২. বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাহাতে তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তাহা নিশ্চিত করিতে চেয়ারম্যান সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং বিশেষভাবে তিনি–

ক) বোর্ডের কর্মকর্তাদের আচরণ, চরিত্র ও দক্ষতা সম্পর্কে গোপনীয় অনুবেদন প্রণয়ন করিবেন;

খ) বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি বিবেচনা করিলে তিনি বোর্ডের নিকট তাহা সুপারিশ করিবেন;

গ) বোর্ডের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন বিবেচিত হইলে বোর্ডের নিকট আপীল সাপেক্ষে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩. চেয়ারম্যান বোর্ডের কর্মকর্তা ও সদস্যদের (নিজের বিলসহ) এবং এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কমিটির সদস্যদের ভ্রমণভাতা বিলে প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

৪. এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অধিভুক্ত কোন মাদরাসা বা অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিয়াছে এমন মাদরাসার বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান পরিদর্শন করিতে অথবা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা অথবা তিনি যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন এমন ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করাইতে ক্ষমতা লাভ করিবেন এবং একইভাবে বোর্ড সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করাইতে পারিবেন।

৫. চেয়ারম্যান বোর্ডের পরীক্ষা উপলক্ষে প্রশ্নপত্র প্রণেতা, প্রশ্নপত্র পরিমার্জনকারী, অনুবাদক, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সহকারি প্রধান পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং ফল বিন্যাসকারকদের পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া নিয়োগ করিবেন।

৬. এই আইন ও প্রবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ নহে এমন কোন বিষয়ে চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে লিখিত আদেশের মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তাগণকে তাঁহার কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

২। **রেজিস্ট্রার এর ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ**

১. রেজিস্ট্রার চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রনাধীনে বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং চেয়ারম্যানের আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন।

২. রেজিস্ট্রার নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন। যেমন–

ক) বোর্ডের তহবিল যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধার্য করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইতেছে, এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

খ) তিনি বার্ষিক হিসাব ও বাজেট বিবরণী প্রস্তুত করাইবেন এবং বোর্ডের অনুমোদনের জন্য তাহা পেশ করিবেন;

গ) তিনি চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে বোর্ড ও কমিটির সকল সভা আহ্বান করিবেন। বোর্ড অথবা কমিটির সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়নের সময় এই উপলক্ষে চেয়ারম্যানের নির্দেশ কার্যকর করিবেন এবং চেয়ারম্যানের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে আলোচ্যসূচিতে কোন বিষয় স্থান পাইবে না বা সভায় বিবেচনা করা যাইবে না;

ঘ) তিনি চেয়ারম্যানের কর্তৃত্বাধীন পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত পত্রযোগাযোগ ব্যতীত বোর্ডের সকল দাপ্তরিক পত্রযোগাযোগ করিবেন এবং বোর্ড ও কমিটিসমূহের সভার সিদ্ধান্ত রেকর্ড রাখিবেন এবং কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন;

ঙ) বোর্ডকে প্রদেয় সকল ফিস ও পাওনা এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে বোর্ডের হিসাবে তাৎক্ষনিক জমা করিবেন;

চ) তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের ব্যয়ন কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি সঠিকভাবে কর্তন ও আদায়ের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং নিশ্চিত হইবেন যে, এইরূপ অর্থ মাদরাসা শিক্ষা তহবিলের সঠিক হিসাবের খাতে জমা হইয়াছে;

ছ) তিনি আয়ন কর্মকর্তা হিসাবে চেয়ারম্যানের সাথে যৌথভাবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার উর্ধ্বের সকল চেকে স্বাক্ষর করিবেন। ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ও তাঁহার নিচের সকল চেকে রেজিস্ট্রার এককভাবে স্বাক্ষর করিবেন;

জ) তিনি বোর্ডের ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকার স্থায়ী অগ্রিম অর্থের সংরক্ষক হইবেন এবং এককভাবে অনুর্ধ্ব ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত সাধারণ ব্যয় করিতে পারিবেন। যে কোন অস্বাভাবিক ব্যয় এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার উর্ধ্বে যে কোন অর্থ ব্যয়ের পূর্বে চেয়ারম্যানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

ঝ) অনুচ্ছেদ (জ)-তে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তিনি সকল আনুষাঙ্গিক ও অন্যান্য বিলের অর্থ উত্তোলন ও বিতরণ করিবেন;

ঞ) তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা বিলের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হইবেন;

ট) তিনি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অন্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩. এই প্রবিধানের পরিপন্থী কোন কিছু থাকা সত্বেও বোর্ড অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে সময়ে সময়ে রেজিস্ট্রারের কোন কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩। **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ**

১. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীনে বোর্ডের পরীক্ষা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান ও পরিচালনার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

২. বিশেষ করিয়া পূর্বের বিধানের ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন; যেমনঃ-

ক) তিনি বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার দাখিলা ফরম গ্রহণ করিবেন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রযোগাযোগ করিবেন এবং প্রবিধান মোতাবেক সকল দলিলপত্র জারি করিবেন;

খ) তিনি–

১. যথাসময় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, অনুবাদ, পরিশোধন, মুদ্রণ ও সকল স্তরে এইগুলির নিরাপদ সংরক্ষণ এবং বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন;

২. সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে যথাসময়ে সঠিকভাবে প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার মালামাল বিতরণ করিবেন;

৩. সকল কেন্দ্র হইতে সকল উত্তরপত্র, পরীক্ষার অবশিষ্ট মালামাল, লিখিত কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি সংগ্রহ করিবেন;

৪. পরীক্ষকগণের সভা অনুষ্ঠান, উত্তরপত্র পরীক্ষকগণের নিকট বিতরণ এবং পরীক্ষকগণের নিকট হইতে পরীক্ষিত উত্তরপত্র ও নম্বরফর্দ সংগ্রহ করিবেন;

৫. পরীক্ষিত উত্তরপত্রগুলি প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণ, তাঁহাদের নিকট হইতে নম্বরপত্র সংগ্রহ এবং তাহা সংশ্লিষ্ট ফল বিন্যাসকারীদের নিকট প্রেরণ করিবেন;

৬. ফল বিন্যাসকারীদের নিকট হইতে বিন্যস্ত ফলাফল গ্রহণ করিবেন;

৭. যথাসময় ফলাফল প্রকাশ করিবেন;

৮. উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে যথাসময়ে প্রত্যয়নপত্র ও ডিপ্লোমা প্রদান করিবেন।

গ) তিনি দাখিল ও আলিম পরীক্ষার সকল সনদ ও ডিপ্লোমায় স্বাক্ষর করিবেন।
তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অথবা সহকারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সনদে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন;

ঘ) তিনি বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসমূহের কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবেন;

ঙ) তিনি নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবেন:-

১. নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরীক্ষা কেন্দ্রকে বাতিলকরণসহ পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন; এবং

২. অন্যান্য সকল বিষয় যাহা তিনি প্রয়োজন মনে করেন এবং যে বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান তাঁহাকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁহার উপর অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন;

ছ) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন জনিত ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পূর্ণ প্রতিবেদনসহ তিনি চেয়ারম্যানের গোচরীভুত করিবেন;

জ) কোন সভার আলোচ্যসূচিতে বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তিনি সেই সকল সভায় যোগদান করিবেন।

৪। একাডেমিক কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি:

১. একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে–

ক. সভাপতিঃ চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে;
খ. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর- পদাধিকার বলে;
গ. পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর;
ঘ. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অথবা তাঁর প্রতিনিধি;
ঙ. ৪ ধারার (ঙ) উপধারার মতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন– পদাধিকার বলে;
চ. ৪ ধারার (চ) উপধারার মতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন– পদাধিকার বলে;
ছ. বেসরকারি মাদরাসার অধ্যক্ষগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন;
জ. সরকারি কলেজের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন;
ঝ. সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রশিক্ষক- ০৩ (তিন) জন;
ঞ. প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা- পদাধিকার বলে।

২. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, সদস্য সচিব;

৩. পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত একাডেমিক কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ০২ (দুই) বছর সময়কালের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন;

৪. একাডেমিক কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে;

৫. একাডেমিক কমিটির শিক্ষা ও পরীক্ষার মান বজায় রাখিবার নিমিত্তে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা থাকিবে;

৬. উপ প্রবিধান ৫ এর বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া একাডেমিক কমিটি নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবে। যথাঃ

ক. শিক্ষাদান ও পরীক্ষার মান বজায় রাখা;

খ. মাদরাসা শিক্ষার প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা;

গ. শিক্ষকবৃন্দ ও পরীক্ষকগণের যোগ্যতার বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দান করিবে;

ঘ. বোর্ডকে নিম্নলিখিত বিষয়সহ সকল একাডেমিক বিষয়ে পরামর্শ দান করা:-

১. পরীক্ষার জন্য পঠিতব্য বিষয়সমূহের সাধারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২. পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বিষয়ের সংখ্যা নির্ধারণ;

৩. স্তর ও শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন; এবং

৪. পরীক্ষা পাস এবং কোন বিশেষ বিভাগে পাসের জন্য শর্তাবলি নির্ধারণ করা।

৫। কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির গঠন ও কার্যাবলি:

১. বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় বা বিষয় সমষ্টির জন্য একটি করিয়া কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটি থাকিবে। এইরূপ প্রতিটি কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবেঃ–

ক) চেয়ারম্যান– পদাধিকার বলে;

খ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত আলিম স্তরে পাঠদানকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুইজন অভিজ্ঞ শিক্ষক;

গ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত দাখিল স্তরে পাঠদানকারী দুইজন শিক্ষক;

ঘ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত মাদরাসা শিক্ষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি;

ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ;

চ) বোর্ডের রেজিস্ট্রার- পদাধিকার বলে;

ছ) বোর্ডের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক- পদাধিকার বলে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া না যায় বোর্ডের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবেন যাহা ০৯ (নয়) হইতে কম হইতে পারে এবং যাহারা শিক্ষক নহেন অথচ যোগ্য এমন ব্যক্তিদেরকেও তিনি কোন বিশেষ বিষয়ের কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়নের অনুমতি দিতে পারিবেন;

২. পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ০২ (দুই) বছর মেয়াদকাল বহাল থাকিবেন;

৩. কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বিষয় সমষ্টির শিক্ষা সংক্রান্ত দিক বিবেচনা করিবে এবং একাডেমিক কমিটির নিকট শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক এবং বিষয় বা বিষয় সমষ্টির সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা পাশের জন্য পূরণীয় শর্তাবলি সম্পর্কে সুপারিশ করিবে;

৪. কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির সভার কোরামের জন্য ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৬। **অর্থ কমিটির গঠন ও কার্যাবলি:**

১. অর্থ কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ–

ক) চেয়ারম্যান– পদাধিকার বলে;

খ) উপ- পরিচালক (অর্থ), মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর– পদাধিকার বলে;

গ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;

ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

ঙ) বোর্ডের রেজিস্ট্রার যিনি সদস্য সচিব হইবেন- পদাধিকার বলে।

২. অর্থ কমিটির সভার কোরামের জন্য ০৩ (তিন) জন সদস্য উপস্থিত থাকিতে হইবে;

৩. অর্থ কমিটির নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে:-

ক) বোর্ডের বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন;

খ) প্রাক্কলিত ও বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজন অনুসারে উপযোজনের মাধ্যমে এক খাত হইতে অন্য খাতে স্থানান্তরের সুপারিশ করা;

গ) বাজেটে প্রাক্কলনের ব্যবস্থা করা হয় নাই এমন বিশেষ ধরণের খরচের জন্য বা বিশেষ পরিদর্শক বা বিশেষজ্ঞের ভ্রমনের জন্য ভ্রমন ভাতার বিশেষ হারের সুপারিশ করা;

ঘ) মাঝে মাঝে বোর্ডের আর্থিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং ইহার আর্থিক উন্নতির জন্য বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা;

ঙ) সময় সময় বোর্ডের হিসাবের তদারকি করা এবং প্রয়োজনে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষক নিয়োগের সুপরিশ করা;

চ) প্রবিধান অনুসারে বোর্ডের বাজেট প্রস্তুত এবং হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

ছ) আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধান সমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজনের সুপারিশ করা;

জ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সুপারিশ করা;

ঝ) চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত কোন বিষয় বিবেচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সুপারিশ করা;

৪. পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত অর্থ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হইবে ০২ (দুই) বছর।

৭। **বাছাই কমিটি গঠন ও কার্যাবলি:**

১. বাছাই কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে–

ক) চেয়ারম্যান-- পদাধিকার বলে;

খ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন), মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর– পদাধিকার বলে;

গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য; এবং

ঘ) ৪ ধারার (ঘ) উপধারার অধীনে সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণের মধ্য হইতে ০১ (এক) জন-- পদাধিকার বলে।

২. বাছাই কমিটি বোর্ডের কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে;

৩. বাছাই কমিটির সভার কোরামের জন্য তিন জন সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে হইবে;

৪. পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত বাছাই কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হইবে ০২ (দুই) বছর;

৫. এই প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে চেয়ারম্যান যে সকল কর্মচারীর নিয়োগকর্তা তাঁহাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের জন্য বোর্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নূন্যপক্ষে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি বাছাই কমিটি চেয়ারম্যান গঠন করিতে পারিবেন।

৮। **উপ-কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ:**

১. বোর্ডের যে কোন কমিটি যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

২. কোন ব্যক্তি কোন সদস্য হওয়ার কারণে উহার অধীনস্ত কোন উপ-কমিটির সদস্য হইয়া থাকিলে, ঐ কমিটির সদস্যপদ হারাইলে তিনি অধীনস্ত উপ-কমিটিরও সদস্য হারাইবেন।

৯। **মাদরাসার অধিভুক্তি ইত্যাদি:**

১) বোর্ড, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর অথবা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত সন্তোষজনক পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও চালুকরণের বর্তমান বিদ্যমান শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম স্তরের মাদরাসার স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে;

২) বোর্ডের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ইবতেদায়ী ও দাখিল মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণি চালু করিতে পারিবে না;

৩) কোন ইবতেদায়ী, দাখিল অথবা আলিম মাদরাসার অধিভুক্তি অথবা প্রচলিত কোন মান অথবা শিক্ষা স্তরের কোন বিভাগের স্বীকৃতি বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে। বোর্ড যদি পরিদর্শন প্রতিবেদনে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অধিভুক্তি বা অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী কোন মাদরাসা পূরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা স্বীকৃতি প্রাপ্তির পূর্বের শর্ত চলমান রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে ইতোমধ্যে কোন মাদরাসার অনুমতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে বোর্ড তাহা প্রত্যাহার করিতে পারিবে;

৪) দাখিল স্তরের মাদরাসা সমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বোর্ডের কর্মকর্তাগণ সরাসরি দাখিল করিবেন।

তারিখ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে